দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 2 JAN 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

065

প্রাইমারী শিক্ষা পক্ষ

জনসাধারণের মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপনা ও অনুরাগ সৃষ্টি এবং প্রাইমারী শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ১লা জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত সারা দেশে প্রাইমারী শিক্ষা পক্ষ পালনের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজের প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

দেশের প্রাইমারী শিক্ষার সমস্যা বহুবিধ। শিক্ষার নিম্নমান, ড্রপ আউটের উচ্চ হার, প্রাইমারী শিক্ষার মানে হেরফের, স্কুলগুলোর অবকাঠামোগত সংকট এবং দায়িত্ব সচেতনতার অভাব এসব সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রাইমারী শিক্ষার মানের প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরী। মান উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার। তবে দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। শহরাঞ্চলের দামী দামী কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠে না গ্রামের সাধারণ স্কুলগুলো। গত কয়েক বছরে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সার্টিফিকেট পরীক্ষার সাফল্যের তালিকায় গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর নাম প্রায় উঠেই গেছে। এই অবস্থা এক অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করছে এবং দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করছে সামাজিক সুবিধা থেকে। দেশে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক স্কুলগুলোর অবস্থা বেশ উন্নত। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মান নিম্নমুখীই। প্রাইমারী শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী হবার পরও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এখানে শিক্ষকদের দায়িত্ব কম নয়। সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হচ্ছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে সাফল্যের পুরস্কার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ব্যর্থতার তিরস্কারও। তাছাড়া আমরা মনে করি প্রাইমারী শিক্ষকতায় অধিকতর দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত লোকদের আকৃষ্ট করারও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

দেশব্যাপী প্রাইমারী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কর্মকর্তা, শিক্ষক অভিভাবক ও সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও সচেতনতা প্রয়োজন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন মনে রেখে প্রাইমারী শিক্ষার অভিন্ন মান নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।